



শেখ রাসেল পানি শোধনাগার



শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

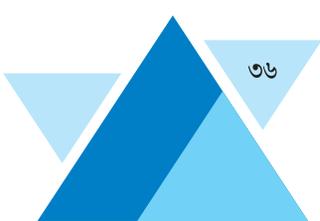




শেখ রাসেল পানি শোধনাগার



শেখ রাসেল পানি শোধনাগার





শেখ রাসেল পানি শোধনাগার



শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।



চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার এর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

দৈনিক ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন চট্টগ্রাম ওয়াসার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার ২০১৭ সালের ১২ই মার্চ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন। কর্ণফুলী নদীর পানির গুণগত মান ও পরিমানের কথা বিবেচনা করে কর্ণফুলী নদীর উজানে রাজুনিয়ার গোড়াউন সংলগ্ন স্থানটিকে পানি সরবরাহের উৎস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার নিম্নোক্ত প্রধান কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিতঃ

- ইনটেক পাম্প স্টেশন
- প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিন
- রিসিভিং ওয়েল
- ফ্লাশ/র্যাপিড মিক্সার
- ফ্লোকুলেটর
- ক্লোরিফায়ার
- ফিল্টার ও ক্লোরিগ কনটাক্ট চেম্বার
- ট্রান্সমিশন পাম্প স্টেশন
- কেমিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ
- ডি-স্লাজ ও ব্যাকওয়াশ ফ্যাসিলিটিজ
- ফিল্টার ড্রেইন ট্যাংক ও স্লাজ লেগুন
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ও স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর
- ল্যাবরেটরী
- সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম ও SCADA সিস্টেম

কার্যপদ্ধতি ও প্রসেস ইউনিটঃ

এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পানির উৎস কর্ণফুলী নদীর অপরিশোধিত পানি। অনবরত পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য নদীর কূলে ইনটেকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছোট-বড় উভয় প্রকারের ভাসমান পদার্থ আটকিয়ে রাখার জন্য ভাসমান ফেস ও বারঞ্জীন ব্যবহার করা হয়েছে। ইনটেক থেকে ২টি ইনলেট চ্যানেলের মাধ্যমে র-ওয়াটার পাম্প ওয়েলে প্রবেশ করে। ইনটেক পাম্প স্টেশনে বর্তমানে ৪টি পাম্পের মধ্যে ২টি পাম্পের সাহায্যে সার্বক্ষণিকভাবে পানি উত্তোলন করে ডাকটাইল আয়রণ পাইপের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিনে আনা হয়।

প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিনে উর্ধ্বমুখী প্রবাহে পানি সমান হারে বেসিনে ছড়িয়ে পড়ে। প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিনে পানি ১ ঘন্টা ৩৪ মিনিট অবস্থানের সুযোগ রয়েছে, ফলে এখানে পানির অপেক্ষাকৃত ভারী মাটি, কাঁদা, ইত্যাদি তলানী হিসেবে জমা পড়ে। এইভাবে আংশিক পরিশোধিত পানি প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিন থেকে রিসিভিং ওয়েলে এসে লাইম ও এলাম মিশ্রণপূর্বক ফ্লাশ মিক্সার হয়ে ফ্লোকুলেশন চেম্বারে প্রবেশ করে। ফ্লোকুলেশন চেম্বারে ৩৭ মিনিট অবস্থানের পর পানি ক্লোরিফায়ারে প্রবেশ করে। ক্লোরিফায়ারের পানি ২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট অবস্থানের পর পরিশোধিত পানি ফিল্টারে আসে। ফিল্টারে পানি সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়।



তারপর পরিশোধিত পানি জীবানুমুক্ত করণের জন্য ক্লোরিণ কনটাক্ট চেম্বারে প্রবেশ করে। জীবানুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি ওয়েল থেকে ট্রান্সমিশন পাম্পের সাহায্যে দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইন দিয়া উচ্চচাপে চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ রিজার্ভারে সরবরাহ করা হয়।

ফিল্টার ব্যাকওয়াশের পানি ডাকটাইল আয়রণ পাইপের মধ্য দিয়ে ফিল্টার ড্রেইন ট্যাংকে প্রবেশ করে, সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পানি সাবমারসিবল পাম্পের সাহায্যে পুনরায় রিসিভিং ওয়েলে প্রবেশ করানো হয়। ক্লোরিফায়ারের তলায় জমাকৃত স্লাজ ডাকটাইল আয়রণ ড্রেইন আউট পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে স্লাজ লেগুনে প্রবেশ করে। লেগুনের উপরিভাগ হতে তুলনামূলক পরিষ্কার পানি নদীতে ফেলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একইভাবে প্রি-সেডিমেন্টেশন বেসিনের জমাকৃত স্লাজ লেগুনে প্রবেশ করে।

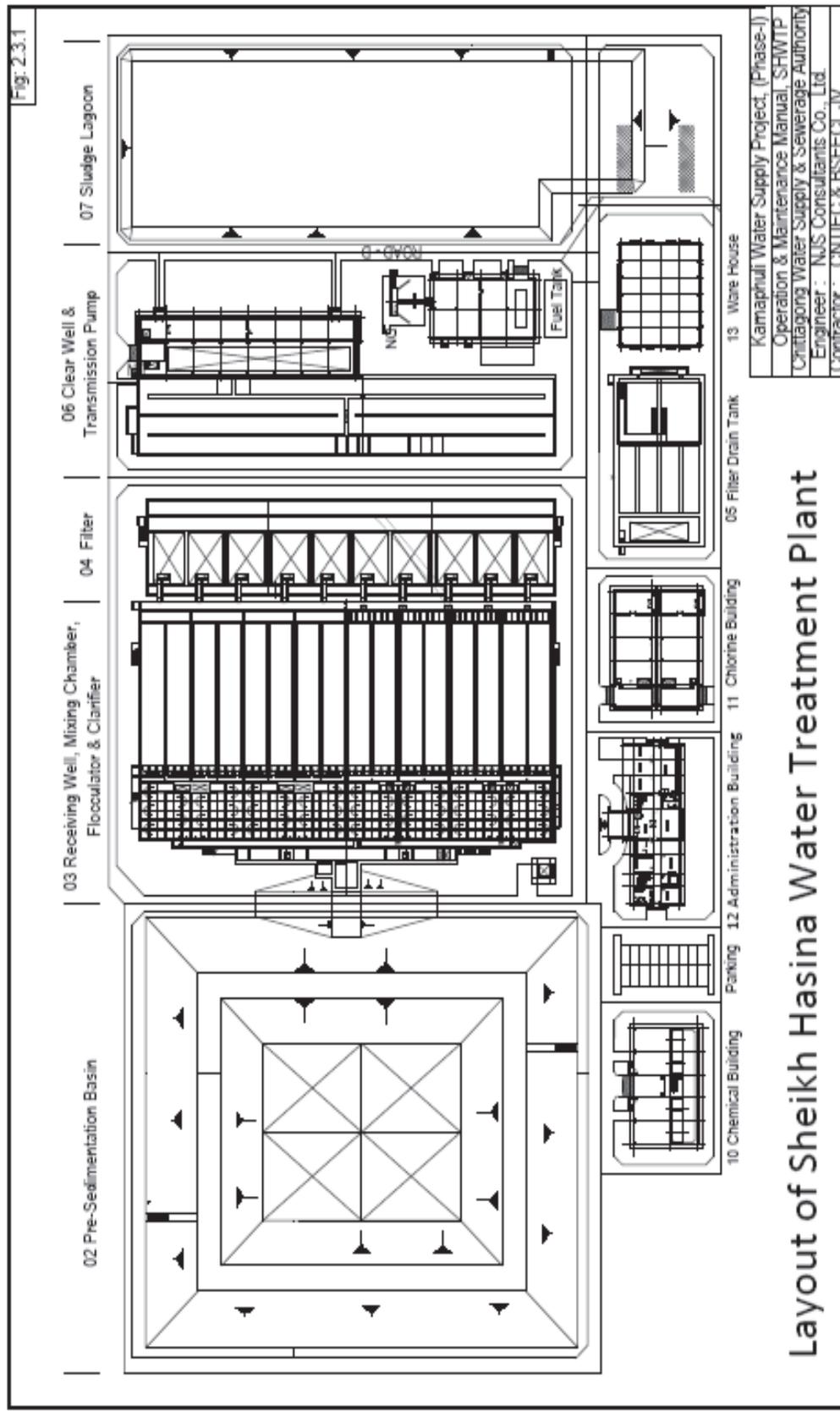
কেমিক্যাল বিল্ডিং এ লাইম ও এলাম আলাদাভাবে রাখা ও মিশ্রণের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে লাইম ও এলাম ডোজিং পাম্পের সাহায্যে পরিমাণ মত কেমিক্যাল রিসিভিং ওয়েলে প্রয়োগ করা হয়। ক্লোরিণ বিল্ডিং হতে ক্লোরিনেটরের মাধ্যমে ক্লোরিণ গ্যাস ও পানি মিশ্রিত করে ফিল্টার পরবর্তী ক্লোরিণ কনটাক্ট চেম্বারে প্রয়োগ করা হয়। এই চেম্বারে ক্লোরিণের অবস্থানকাল ৩০ মিনিট।

প্রশাসনিক ভবনের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমে প্ল্যান্ট অপারেশন ও মনিটরিং এর জন্য অত্যাধুনিক অটোমেশন সিস্টেম সমৃদ্ধ SCADA সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই ভবনে একটি অত্যাধুনিক ইকুপমেন্ট সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী আছে। বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত পানির নমুনা সংগ্রহ করে গুণাগুণ পরীক্ষা ও ট্রিটমেন্ট প্রসেসের কেমিক্যাল ডোজ নির্ধারণ করার জন্য এই ল্যাবরেটরী ব্যবহৃত হয়।

এই প্ল্যান্টের শক্তির উৎস বিদ্যুৎ যা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে হাইটেনশন (৩৩ কেভি) বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়ে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এর সাহায্যে পরিবর্তন করে ৩.৩ কেভি তে ইনটেক ও ট্রান্সমিশন পাম্প চালানো হয়। প্ল্যান্টের অন্যান্য পাম্প ও যন্ত্রপাতি ৪৪০ লাইন ভোল্টেজে চালানো হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ৩.৫এমভিএ স্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এবং ১এমভিএ স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর ইনটেকে যা দিয়ে ইনটেক ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সকল পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালানো যায়।

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের ল্যাবরেটরীতে নিয়মিত র-ওয়াটার ও ট্রিটেড ওয়াটার এর টারবিডিটি, পি এইচ, অ্যালকানাইটি, ক্লোরাইড, রেসিডুয়াল ক্লোরিণ, ইত্যাদি পরীক্ষণ করা হয়।

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের সামগ্রিক লে-আউট:



Layout of Sheikh Hasina Water Treatment Plant

Process Flow Diagram of SHPS

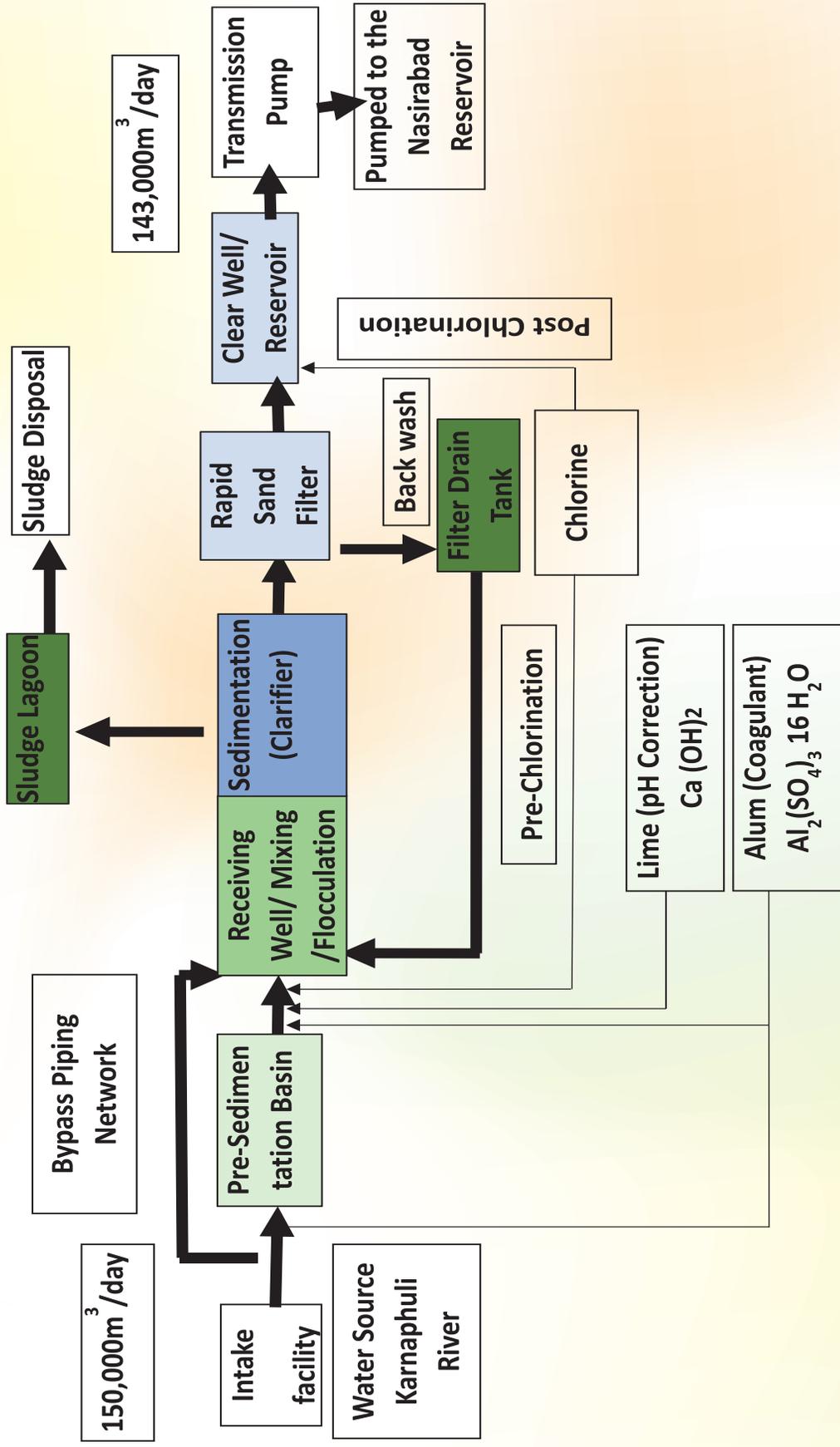




Fig-1: Intake Station



Fig-2: Intake Pump Station



Fig-3: Intake Pump-Motor



Fig-4: Intake Pump



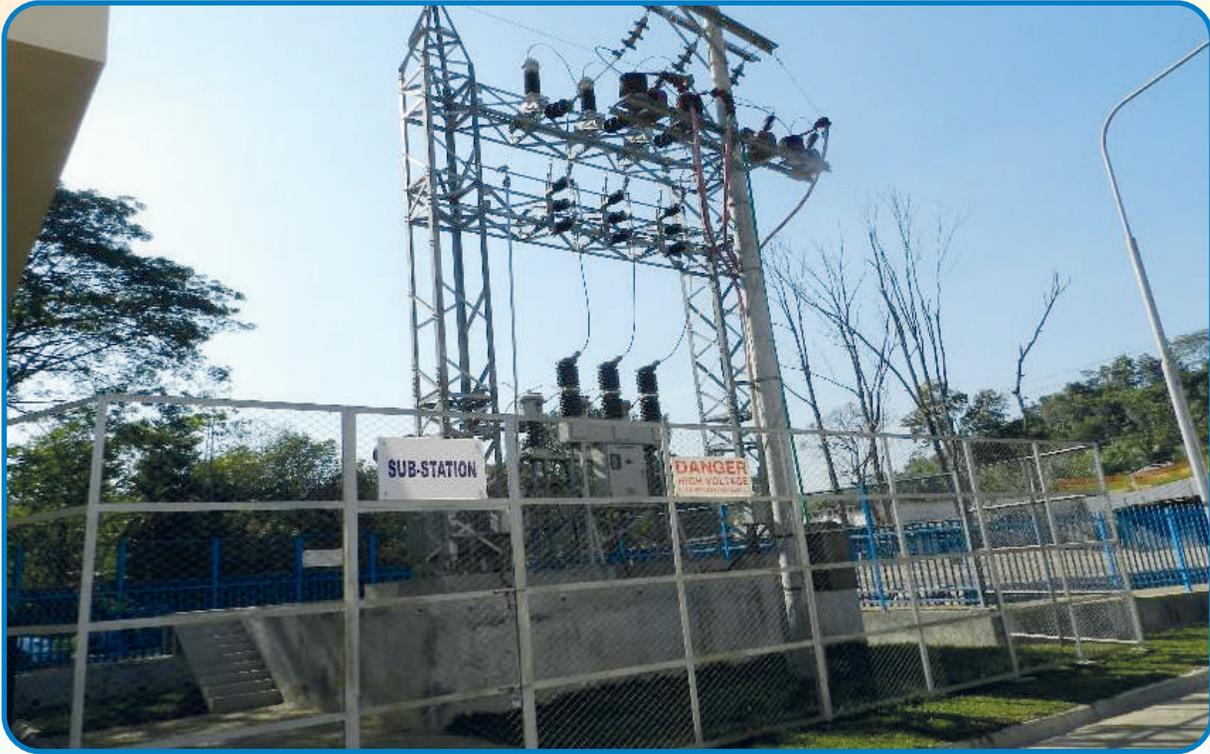


Fig-5: Intake Electrical Sub-Station(33KV/3.3KV, 2000KVA)



Fig-6: Intake Generator



Fig-7: Pre-Sedimentation Basin

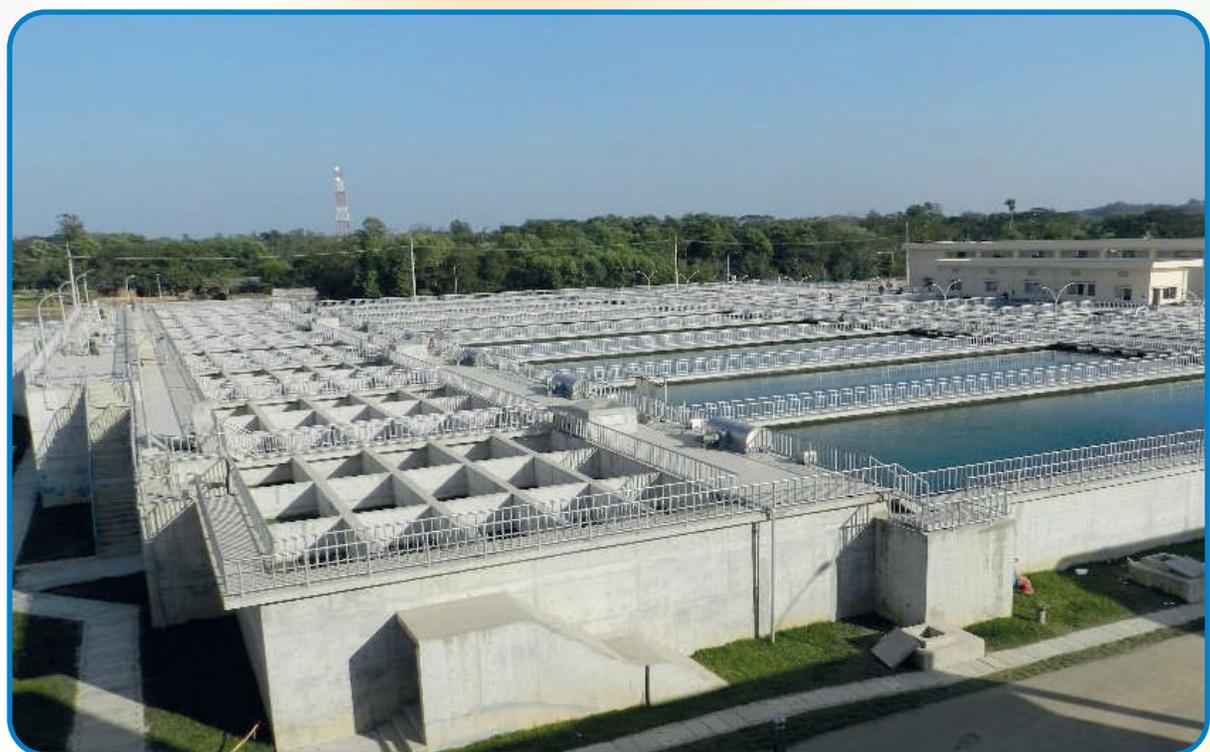


Fig-8: Flocculator & Clarifier





Fig-9: Filter



Fig-10: Clear Well



Fig-11: Transmission Pump Station



Fig-12: WTP Electrical Sub-Station (33KV/3.3KV, 3500KVA)



Fig-13: WTP Generator



Fig-14: Filter Drain Tank



Fig-15: Chemical Building



Fig-16: Chlorine Building





Fig-17: Water Tower



Fig-18: SCADA Control Room



Fig-19: Administration Building



Fig-20: Laboratory Room

ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প

EDCF, কোরিয়া এর অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকৌশল পরামর্শক কর্তৃক ডিটেইল ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তব কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি ২০২৩ সাল নাগাদ সমাপ্ত হলে কর্ণফুলী নদীর বামতীরে শিল্পায়ন ও নগরায়ন বৃদ্ধি পাবে। এতে উক্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাঙ্গাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাঙ্গাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প



ভাভাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প

সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন এবং উপকারভোগী

চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রেখে আসছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি ব্যাখ্যা করা হলঃ-

১. চট্টগ্রাম ওয়াসার তার সাধের মাঝে আশ্রয় চেস্তা থাকে বিশুদ্ধ পানি গ্রাহকের ট্যাপে পৌঁছে দেয়ার। ফলে বিগত বছরগুলোর প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় নগরে পানিজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব নেই।
২. তাছাড়া বর্তমানে প্রতিমাসে নগরের ২৪০টি স্থানের পানির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় যা পূর্বে ছিল ৩০টি। চেস্তা করা হচ্ছে তা আরও বৃদ্ধি করার। এভাবে চট্টগ্রাম ওয়াসা সামাজিক নিরাপত্তায় ভূমিকা রেখে চলেছে।
৩. চট্টগ্রাম ওয়াসার চলমান প্রকল্পগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বেকার জনবল কাজ করায় তা সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন সহায়ক হচ্ছে।
৪. ৬৮৯টি স্ট্রিট হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন জায়গায় নিম্নআয়ের মানুষ ও দরিদ্র জনগণকে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
৫. বস্তি এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থায় স্বল্প মূল্যে পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন এনজিও(যেমন :-দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ডিএসকে, উসাপ, সবার জন্য পানি ইত্যাদি) এর মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে এবং পানি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩১টি পানি সংযোগ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম ওয়াসার ও বিভিন্ন এনজিও এর নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা।

ভূমিকা : চট্টগ্রাম শহরের পিছিয়ে পড়া নিম্ন আয়ের হত দরিদ্র জনগন চট্টগ্রাম ওয়াসা'র সীমাবদ্ধতার কারণে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা থেকে দীর্ঘ দিন ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাদের নিরাপদ পানি অধিকার নিশ্চিত করণে ও দুঃস্থ লাঘবের নিমিত্তে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) চট্টগ্রাম শহরে ওয়াটারএইড এর সহায়তায় ২০০০ সাল থেকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা'র সাথে ডিএসকে কাজের শুরু থেকেই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র নীতি মালা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা একটা বিভাগ খোলা যায় যেখান থেকে বঞ্চিত মানুষগুলো সরাসরি পানি সুবিধা ভোগ করতে পারবে। সেই লক্ষ্যে ডিএসকে চট্টগ্রাম ওয়াসা'তে নিয়মিত এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম চালাতে থাকে যাতে ওয়াসা'র সিটিজেন চার্টার পরিবর্তন করে দরিদ্র বান্ধব করা হয়। ১১/০৮/২০১৩ সালে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র সিটিজেন চার্টার পরিবর্তন করার ফলে আইনি জটিলতা দূর হওয়ার কারণে নিয়মিত যোগাযোগ, সমন্বয়ের ফলে ২০১৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় লিখিত এজেন্ডা আকারে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র কাছে প্রস্তাব আনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২৭শে জানুয়ারী ২০১৪ সালে ওয়াটারএইড, সিডা ও ডিএসকে প্রতিনিধি সহ চট্টগ্রাম ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে একটি সমন্বয় সভায় উক্ত বিষয়টি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে ওয়াসা এল আই সি ইউনিট খোলার আশ্রয় প্রকাশ করেন।



এল আইসি ইস্যুতে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে শেয়ারিং মিটিং করছেন সিডা, ওয়াটারএইড ও ডিএসকে প্রতিনিধিবৃন্দ।

এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে অবস্থিত ০৩ টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (ডিএসকে, সূট, পিএসটিসি) মাধ্যমে ২৬ টি বস্তির তালিকা সার্ভের মাধ্যমে ওয়াসা বরাবর জমা দেয়া হয়। তৎকালীন চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সি,ডাব্লিউ,এস,আই,এস, পি, অথবা কর্ণফুলি প্রকল্প-২ থেকে বাজেট বরাদ্দ দেয়া যাবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত হলে কাজটি ক্রমাগত এগোতে থাকে। তারই প্রেক্ষিতে ওয়াসা'র মড-০১ মড-০২ এর সাথে আলোচনার উপর ভিত্তি করে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য পানি সরবরাহের বিষয়টি ওয়াসা আমলে নেয়। পর্যায় ক্রমে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ১০টি বস্তির মাঠ পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)'র পিহাপ প্রকল্পের কর্ম এলাকার মোট ০৫ টি বস্তিতে ০৯ নং ওয়ার্ডের ১নং বিল, পরিবার ১০০২, গোলপাহাড়, ১৪০৮ পরিবার, কমিশনার কলোনী, ৩৬৪ পরিবার, ০২ নং ওয়ার্ডের শেরশাহ কলোনী, ৪২১ পরিবার ও ২২ নং ওয়ার্ডের রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনীতে ৩৩৬ পরিবার ডিজিটের পর পাঁচটি গভীর নলকূপ স্থাপনের নিমিত্তে প্রাক্কলিত ব্যয় তৈরী করে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে টেস্ট বোরিং শুরু হয়, পাশাপাশি বিগত ২৪/১২/২০১৪ সালে এলআইসি কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে ত্রিপক্ষীয় (চট্টগ্রাম ওয়াসা, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সিবিও) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ গভীর নলকূপ স্থাপনে অন্যতম শর্ত হল বস্তিবাসীদের পানি চাহিদা নিরসনের পর অতিরিক্ত পানি ওয়াসা'র মেইন লাইনে সরবরাহ করতে পারবে। পর্যায়ক্রমে কোন ধরনের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া শুধুমাত্র এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে ডিএসকে'র কর্ম এলাকায় নির্ধারিত ৫টি কমিউনিটিতে গড়ে প্রতিটি গভীর নলকূপ স্থাপনে ৩৫,০০০০০/= (পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়, ওয়াসা ০৫টি গভীর নলকূপ স্থাপনে প্রায় এক কোটি পচাত্তর লাখ টাকা ব্যয় এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের যা ৫টি কমিউনিটির ৩৫৩১ টি পরিবারের ১৫৮৯০ জন সদস্য এলআইসি প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে প্রধান প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সমূহ-

- চট্টগ্রাম ওয়াসা'র সিটিজেন চার্টার পরিবর্তন করে গরীব বান্ধব করা
- জায়গার মালিকানা সমস্যা
- বস্তি এলাকায় রাস্তা ছোট হওয়ার কারণে গভীর নলকূপ নির্মাণের যন্ত্রপাতি আনা নেওয়া সমস্যা
- গভীর নলকূপ বোরিং কাজে পানির সমস্যা
- পাম্প চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না থাকা

কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সমূহ-

- ওয়াসা কর্তৃক প্রদত্ত পানির মিটার সমূহ চুরি হয়ে যাওয়া
- অবৈধ ভাবে পানির কানেকশান নেওয়া

বাধা উত্তোরনের উদ্যোগ :

ইতিমধ্যে বাধা উত্তোরনের জন্য ডিএসকে কমিউনিটির সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ করার ফলে চুরি হয়ে যাওয়া মিটার উদ্ধার করে ওয়াসা'র হাতে হস্তান্তর করে।

সামাজিক নেতৃত্বের বিকাশ ও উপকারভোগীদের অভিযুক্তি : দীর্ঘদিনের পানি সমস্যা সমাধানে বস্তিবাসী সংঘটনের নেতৃবৃন্দ গভীর নলকূপ স্থাপনে জায়গা নির্ধারণে স্থানীয় ভূমিমালিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত বৈঠক ও সমন্বয় রেখে সমাধান করেছেন। তারা স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সহযোগিতা নিয়েছেন। এলাকা ভিত্তিক পানি সরবরাহ কৌশল নির্ধারণ করেছেন। একদল স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী সিবিওর সাথে ডিএসকের এ্যাডভোকেসী 'র ফলে সিবিওদের কাজিত চাহিদা অর্জিত হওয়ায় তারা নিয়মিত পানির বিল পরিশোধে উদ্যোগী হয়েছেন। সাধারণ বস্তিবাসীরা নিয়মিতভাবে হাতের কাছে নিরাপদ পানি পেয়ে এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।



কাজিত চাহিদা অর্জিত স্বপ্নকারী দলের সাথে এ্যাডভোকেসী 'র শেয়ারিং এবং কমিউনিটিকে ওয়াটার পয়েন্ট হস্তান্তর



ডিএসকের এল,আই,সি এরিয়া ভিজিট সি,ওয়াসা প্রতিনিধি।



এম,ও ইউ স্বাক্ষর ওয়াসা এবং ডিএসকে।

২০০০ সাল থেকে ডিএসকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া ওয়াটার পয়েন্ট এর তালিকা

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াটার পয়েন্টের সংখ্যা | এরিয়ার নাম | টাইম ফ্রেইম |
|--------------|--|--------------------------------|---|--|
| ০১ | নন এ্যাশে প্রকল্প | ০৩ টি | হালিশহর বি ব্লক বিহারী কলোনী , আগ্রাবাদ বাস্তুহারা | এপ্রিল ২০০০ মার্চ ২০০৪ |
| ০২ | এ্যাশে প্রকল্প | ০৩টি | আমবাগান ছিন্নমূল, কমিশনার কলোনী | এপ্রিল ২০০৪ থেকে মার্চ ২০০৯ |
| ০৩ | ইকো প্রকল্প | ১০টি | গলাচিপা, নাছিয়াঘোনা, জাফর কলোনী, সিমেন্ট ক্রুসিং, আমবাগান, খয়রাতিমাঝি লেইন, বন্দরটিলা জেলেপাড়া, কমিশনার কলোনী। | এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১১ |
| ০৪ | পিহাপ প্রকল্প | ১৫ টি | আইচ ফ্যাক্টরীরোড, কাচা র্যালী, পাকা র্যালী, শেরশাহ কলোনী, বাউতলা সেবক কলোনী, বাচুনীর মার কলোনী | এপ্রিল ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৬ |
| ০৫ | ওয়াশফর আরবান পুওর (প্রথম পর্যায়) | ১৭ টি | বার্মা ০২, গোলপাহাড়, ১নং ঝিল, ড্রাইভার কলোনী ,এস,আর,বি, বোখারী কলোনী, জেলেপাড়া, | এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ |
| | মোট ওয়াটার পয়েন্ট : ৪৮টি | | | |
| ০৬ | ওয়াশফর আরবান পুওর (প্রথম পর্যায়) | ১১টি ইস্টট্রিট হাইডেন্ট | গোয়াছি বাগান, চট্টেশরীমোড়, হাজারী গল্লি, চন্দনপুরা, খুলশী কলোনী, ঘাটফরহাদ | এপ্রিল ২০১৮ থেকে |

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে হালনাগাদকৃত তথ্যের ক্যাটালগ নিম্নরূপ :-

ক্যাটালগ-২০২২

| ক্রমিক নং | নথির ক্যাটাগরি | | প্রকাশিতব্য তথ্যাদি |
|--------------|-----------------|---|---|
| ১ | জনবল সংক্রান্ত | ১ | বিদ্যমান জনবল কাঠামো |
| | | ২ | নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য তথ্যাদি |
| ২ | রাজস্ব খাত | ১ | রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত |
| | | ২ | বিল জারী |
| | | ৩ | বিলের হার |
| | | ৪ | বিভিন্ন সেবার মূল্য তালিকা |
| ৩ | সংযোগ | ১ | সংযোগ ফি ও সেবা প্রাপ্তির তথ্য |
| | | ২ | সংযোগ বিচ্ছিন্নকরনের তথ্য |
| | | ৩ | নতুন সংযোগের তথ্য |
| ৪ | পানি উৎপাদন | ১ | দৈনিক পানি উৎপাদনের তথ্য |
| | | ২ | পানি সরবরাহ বন্ধের বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য |
| ৫ | উন্নয়ন প্রকল্প | ১ | চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ও তথ্যাবলী |
| | | ২ | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা ও তথ্য |
| | | ৩ | প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের তালিকা ও তথ্য |
| ৬ | ই-টেন্ডার | ১ | সংস্থা ও সকল ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি |



জুম মিটিং



ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন



সচিব মহোদয়ের চট্টগ্রাম ওয়াসা পরিদর্শন



মহান বিজয় দিবস উদযাপন



মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা



দৈনিক পূর্বকোন অফিস পরিদর্শন



প্রশিক্ষন কর্মশালা



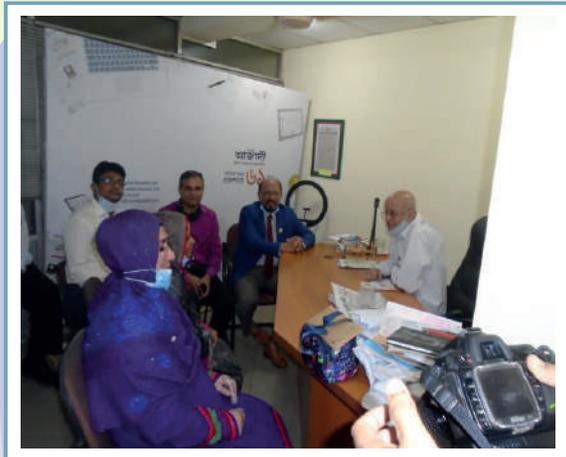
প্রশিক্ষন কর্মশালা



পতেঙ্গা বুস্টিং স্টেশন উদ্বোধন



পতেঙ্গা বুস্টিং স্টেশন উদ্বোধন



দৈনিক আজাদী অফিস পরিদর্শন



মিলাদ মাহফিল



বৃক্ষ রোপন



বৃক্ষ রোপন



২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন



২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন



পতেঙ্গা বুস্টিং স্টেশন উদ্বোধন



পতেঙ্গা বুস্টিং স্টেশন উদ্বোধন



চট্টগ্রাম ওয়াসা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা



চট্টগ্রাম ওয়াসা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা



১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



শুদ্ধাচার পুরস্কার



শুদ্ধাচার পুরস্কার



চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সম্মাননা স্মারক প্রদান



চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সম্মাননা স্মারক প্রদান



ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল



শেখ কামাল এর জন্মদিন উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল



শুধাচার পুরস্কার



বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল



১৫ই আগস্ট উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল



অ্যালবাম



বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা



চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান



চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলী



এনজিও এর সাথে সভা



এনজিও এর সাথে সভা



চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ওয়াসা ভবন, ওয়াসা সার্কেল, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

www.ctg-wasa.org.bd